দৈনিক বাংলা

তারিখ 0 1 JUL 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট কার জন্য?

দেশের ৬টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট চালু রাখার প্রয়োজন আছে কি। এ জন্য খরচ বছরে অর্ধ কোটি টাকার মত। কথা ছিল এ ইনস্টিটিউটগুলিতে ডিপ্লোমা পড়ান হবে। এ ৬টি ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছিল ১৯৮০ সালে। সাবেক প্রেসিডেন্ট মরহুম জিয়াউর রহমানের আমলে। ১৯৭৮ সালে তেজগাঁওয়ের টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটটি কলেজে উন্নীত হয়। এই কলেজে ডিগ্রীকোর্স প্রবর্তন করা হয়। বন্ধ হয়ে যায় দেশে ডিপ্লোমা কোর্স পড়ান। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই ৬টি ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছিল।

এই ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তনের লক্ষ্যে সুপারিশ করেছিল বিভিন্ন সংস্থা ও কমিটি। ইউএনআইডি–র তরফ থেকে বলা হয়েছিল শুধুমাত্র বিটিএমসি'র মিলগুলোর জন্যই ১৬ শত ডিপ্লোমাধারী প্রয়োজন। বেসরকারী খাতে মিলের হিসাব ধরলে ডিপ্লোমাধারীর প্রয়োজন হতে পারে আড়াই হাজার।

সরকার কর্তৃক গঠিত একটি তদন্ত কমিশনের সুপারিশে বলা হয়েছিল—দেশের টেক্সটাইল, জুট, নিটিং, ড্রাইং, প্রিন্টিং, ফিনিশিং এবং পোশাক শিল্পের উচ্চ পর্যায়ে পদের জন্য ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে। মাঝারী অর্থাৎ সুপারভাইজারী পদের জন্য ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তন একান্তই জরুরী।

এ মন্তব্য এবং সুপারিশ আশির দশকের। তারপর এক যুগ কেটে গেছে। অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই। টানা হেঁচড়া চলছে এই ইনস্টিটিউটগুলোর কর্তৃত্ব নিয়ে। প্রশ্ন উঠেছে এই ইনস্টিটিউট কার অধীনে থাকবে। কে পরিচালনা করবে। বিশেষজ্ঞদের মত হচ্ছে টেক্সটাইল শিক্ষা কারিগরি শিক্ষার অঙ্গ। সুতরাং টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটগুলি তদারক করবে কারিগরি শিক্ষা অধিদফতর। আর বস্ত্র দফতরের কর্মকর্তাদের মত হচ্ছে–এই ইনস্টিটিউটগুলি বস্ত্র অধিদফতরের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি এগুলোকে কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরে ন্যস্ত করা হয়। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে এ নির্দেশ বাতিল হয়। এ ইনস্টিটিউটগুলি আবার বস্ত্র অধিদফতরের অধীনে আনা হয়। সেই ব্যবস্থা এখন চালু আছে।

এ প্রতিষ্ঠানগুলির বর্তমান হাল হচ্ছে—ছ'টি ইনস্টিটিউটে ছ'জন সুপারিনটেনডেন্ট থাকার কথা। আছে তিনজন। ২৪ জন ইন্সট্রাকটরের মধ্যে আছে আটজন। ২৪ জন সহকারী ইন্সট্রাকটরের মধ্যে আছে ২৩ জন। টেইলার মাস্টারের ৬ জনের মধ্যে আছে ৫ জন। ৩০ জন হেলপারের মধ্যে আছে ২৬ জন। ৬ জন আর্টিস্ট ডিজাইনারের মধ্যে আছে মাত্র দু'জন।

এ প্রতিষ্ঠানে এখন ছাত্র আসে না। ভর্তি হতে উৎসাহ পায় না। এখানে দু'বছরে সার্টিফিকেট কোর্স পড়ান হয়। ডিপ্লোমা পড়ার কোন সুযোগ নেই। চাকরির কোন নিশ্চয়তা নেই। এসএসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া যায়। অথচ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ ছাত্রই এইচএসসি পাস। অনেক আশা নিয়ে ছাত্ররা এখানে ভর্তি হয়। তারপর একের পর এক ইনস্টিটিউট ছাড়তে শুরু করে। অনেকে গিয়ে বিএ/বিএসসিতে ভর্তি হয়।

এ প্রতিষ্ঠানে ৮০ জন ছাত্রের জন্য হোস্টেলে ১২টি সিট আছে। ছাত্রীদের জন্য কোন হোস্টেল নেই। কোন লাইব্রেরী নেই। হাতে কলমে শিখাবার কিছু পুরান যন্ত্রপাতি আছে। তাই ক্রমানয়ে ছাত্রের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। প্রতিবর্ষে ৪০ জন করে ছ'টি ইনস্টিটিউটে প্রথম বর্ষে ২৪০ জন ছাত্র থাকার কথা। কিন্তু এ মুহূর্তে ৬টি ইনস্টিটিউটে প্রথম বর্ষে ছাত্র আছে ৯৩ জন। দ্বিতীয় বর্ষে আছে ৭৮ জন।

তাই প্রশ্ন উঠেছে, এই ইনস্টিটিউট চালু রাখা হচ্ছে কাদের জন্য। কোন লক্ষ্যে। যদিও মাঝে মাঝে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দু'একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তনের সুপারিশ করে। কিন্তু সে সুপারিশ কোন কাজে আসে না। মাত্র ক'মাস আগে অর্থাৎ গত বছরের ২০শে নবেম্বর মহামান্য রাষ্ট্রপতি এ ব্যাপারে একটি সুপারিশ করেছিলেন। সুপারিশটি পাঠিয়েছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। মহামান্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশে সুস্পষ্টভাবে এই ইনস্টিটিউটগুলিকে কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের অধীনে ন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছিল। বলা হয়েছিল ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তনের জন্যে।

কিন্তু সেই সুপারিশ নিয়েও কোন উচ্চবাচ্য শোনা যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দফতর একেবারেই নীরব। তাই ছাত্র এবং অভিভাবকদের প্রশ্ন এই ইনস্টিটিউট কেন চালু রাখা হয়েছে। কি লক্ষ্যে এবং কাদের জন্যে। আশা করব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে দেশবাসীকে অবহিত করবেন।

—নির্মল সেন